প্রথম আলো

তারিখ ... 7 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'ইংলিশ ইন স্কুল' প্রকল্পের উদ্বোধন

ইংরেজি শেখার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো হয়। তার পরও এসএসসি পরীক্ষায় অনেকেই ইংরেজিতে ফেল করে। এমনকি এম এ পাসের পরও অনেকে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন না। এর কারণ খুঁজে বের করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্যর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন এবং ইংরেজি শেখার জন্য ইনস্টিটিউট বা একাডেমি তৈরির পরিকল্পনা করছে।

গতকাল শনিবার *দ্য ডেইলি স্টার* ও মোবাইল ফোন সেবাদাতা কোম্পানি একটেল আয়োজিত 'ইংলিশ ইন স্কুল' প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান সরকারের এসব পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার জন্য শিক্ষা পদ্ধতিকে দায়ী করেন। *ডেইলি স্টার* ও একটেল জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কার্যক্রমটি হাতে নিয়েছে। গতকাল ঢাকা বিভাগের ১৮৯টি বিদ্যালয়ের ৩৭৬ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে এ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্কুলভিত্তিক ইংরেজি শেখার এ কর্মসূচি বৈপ্লবিক কাজের সূচনা করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পত্রিকার পাঠকসংখ্যা দিন দিন কমছে। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার চর্চা তৈরি হবে, জ্ঞানের ভিত্তি প্রসারিত হবে, যা ভবিষ্যৎ দেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে *দ্য ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, 'মাতৃভাষাকে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপরই ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে। ইংরেজিতে দখলের জন্যই ভারত বিশ্বায়নের পদ্ধতিতে ঢুকে যেতে পারছে। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও মেধা আছে, তাদের সুযোগ দিতে হবে এবং শিক্ষকদের একটু বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

অনুষ্ঠানে একটেলের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক হাসান মেহেদী জানান, প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পে ৬৪ জেলার এক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি পড়ার অভ্যাসকে উৎসাহিত করতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন তিনটি করে *ডেইলি স্টার* পত্রিকা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। সপ্তাহে এক দিন এক পৃষ্ঠা ইংরেজি শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হবে। এ পৃষ্ঠাটি শিক্ষার্থী বা শিক্ষক ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে অনুশীলন করবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, একটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জেফরি আহম্মেদ তামবি এবং প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা বিদ্যুৎ কুমার বসু। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত জেমস কোহ সিআও হিয়ং উপস্থিত ছিলেন।

দ্য ডেইলি স্টার ও একটেল আয়োজিত ইংলিশ ইন স্কুল প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ● প্রথম আলো